Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/53	Place of Publication:	Boalia
		Year:	1290b.s. (1883)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Akshaykumar Maitreya; printed by Beharilal Saha at Boalia Tamoghna Jantra.
Author/ Editor:	Akshayakumar Maitreya	Size:	11x17cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Aitihasik Chitr: Samar Singha	Remarks:	

10 SD
Bl. 2612.
Ml/2 272

(ঐতিহাসিক চিত্র)

সমর সিংহ।

(জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের সাহায্যার্থ,)

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এ,
কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

অফিসিয়েটিং প্রিণ্টার
শ্রীবিহারীলাল সাহা কর্ত্তৃক
বোয়ালিয়া তমোঘ্ন-যন্ত্রে
মুদ্রিত।

Ml/2 272

১২৯০।

মূল্য ৵০ আনা।

(ঐতিহাসিক চিত্র)

সমর সিংহ।

(জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের সাহায্যার্থ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এ,

কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

—০ঃঃ***ঃঃ০—

বোয়ালিয়া তমোঘ্ন-যন্ত্রে

শ্রীমুরারিমোহন বিশ্বাস প্রিণ্টার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

১২৯০।

সমর সিংহ।

—০০০—

পতনোন্মুখ ভারত-রাজ্য ও আর্য্য-সম্পদ রক্ষা করিতে যে যে মহাপুরুষ আত্ম-জীবন উৎসর্গ করিয়া অমর-পদবী লাভ করিয়াছেন, পূতিত ভারতের জীর্ণ ইতিহাস তাঁহাদিগের আদর্শ চিত্রগুলি সাদরে বুকে রাখিয়া অনন্ত রাজ্য-বিপ্লব সহ্য করিয়াছে। কালের ধর্ম্মে বা আর্য্য-সমাজের অধঃপতনে, হয় ত সে সকল পবিত্র স্বর্গীয় চিত্রগুলি কেহ জানিয়াও জানিতে চাহেন না, দেখিয়াও দেখিতে আগ্রহ করেন না; কিন্তু অতীতসাক্ষী ইতিহাস চিরদিন তাহার উপযুক্ত পূজা করিয়া আসিতেছে। ইতিহাসের যে উজ্জ্বল কীর্ত্তি-মন্দিরে আজ স্বদেশ-হিতৈষী মহাপুরুষ ওয়াসিংটন, ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডী বিরাজিত, সে মন্দিরে ভারত-বীর সমর সিংহ, কল্যাণ সিংহ, পৃথ্বীরায়, প্রতাপ, শিবজী অপরিচিত নহেন। অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন ভারত-সমাজ স্বদেশের রত্নগুলি চিনিতে পারিল না, দেখিয়া দেখিল না, এইমাত্র দুঃখ!!

ভারত-বীর সমর সিংহের পবিত্র কাহিনী ভুলিবার নহে। থানেশ্বরের যুদ্ধঘটনা স্মৃতি হইতে অপসারিত হই-

বার নহে। সমর সিংহের ঘটনা-বৈচিত্র্যময় জীবনের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একবার ইতিহাসের তমোময় গহ্বরে প্রবেশ করিতে হইবে। ভারত পতনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা আলোচনা না করিলে প্রকৃত ভাবে কেহই সমরের জীবনকাহিনী অধ্যয়ন করিতে পারিবেন না। ভারত ইতিহাসের অন্যান্য অংশগুলি দুর্গম কণ্টকময় পথে পরিপূর্ণ হইলেও এ সময়ের ঘটনা-চিত্রগুলি দেখিবার সুন্দর প্রশস্ত পরিষ্কৃত রাজবর্ত্ম রহিয়াছে। ভারত পতনের আনুপূর্ব্বিক কাহিনী রাজ-কবি চাঁদবীরের অমৃতময়ী কবিতায় জলন্ত ভাবে গীত হইতেছে, পাঠককে বহু শ্রম করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে না। চাঁদ-কবির ইতিহাসে পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ কাহিনী, সাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা, রাজস্থানের প্রধান প্রধান রাজন্যগণের বংশকাহিনী প্রভৃতি এত পরিষ্কৃত ও উজ্জ্বল ভাবে বিবৃত রহিয়াছে যে, আজি পর্য্যন্ত রাজপুত নামাভিলাষী সৈনিক মাত্রেই তাহা গাইতে গাইতে পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি-সাগরে আত্ম-বিস্মৃতবৎ ডুবিয়া পড়ে, স্বর্গস্থ পিতৃ পুরুষের লোকোত্তর কীর্ত্তি কলাপ গাইতে গাইতে নয়ন জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়! সে পবিত্র দৃশ্য কি সুন্দর! কি মর্ম্মস্পর্শী!!

সমর সিংহ সম্বৎ ১২০৬ অব্দে চিতোরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৎকালে যে সকল অসংখ্য জনপদে ও পৃথক্ পৃথক্ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্যে

ভারতবর্ষ বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে দিল্লীশ্বর অনঙ্গপাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। চাঁদকবির অমৃতময়ী কবিতায় আজিও গীত হইতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, মন্দর, নগর, সিন্ধু, জলপথ এবং দিল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য রাজন্যগণ অনুজ্ঞা মাত্র দিল্লীশ্বরের চরণে সমবেতমস্তকে প্রণত হইতেন। লাহোর, কাঙ্গরা ও পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিপতিগণ, কাশী, প্রয়াগ ও দেওঘরের রাজন্যগণ নিয়ত দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করিতেন। সুতরাং এই সময় অনঙ্গপাল এক রূপ ভারতের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লৌহসদৃশ দৃঢ়কায় ভোলা-ভীম পট্টনরাজ্যের অধিনায়ক ছিলেন। ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় অটল যুদ্ধ-বীর প্রমর আরাবল্লীর গিরি-সঙ্কটে রাজত্ব করিতেন। আর মিবারের উজ্জ্বলনক্ষত্র শত্রু-দর্পহারী পুণ্যশ্লোক সমর সিংহ চিতোরের সিংহাসনে বসিয়া কটাক্ষে দিল্লীশ্বরের শত্রু নিপাত করিতেন। বস্তুতঃ সমর সিংহের ন্যায় পরাক্রান্ত সামন্ত পাইয়া দিল্লীশ্বর সর্ব্বথা সম্রাটের ন্যায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতেন; কিন্তু কালের স্রোতে কিছুই চিরদিন সমান থাকে না! সসাগরা ধরার আধিপত্য লাভ করিয়াও ভুবনবিজয়ী রোম বর্ব্বরের আক্রমণে ধূলিবৎ পদবিদলিত হইয়াছিল! অর্দ্ধ পৃথিবী পদতলগত করিয়াও নেপোলিয়ান বন্ধুহীন দ্বীপে শেষ জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! আজ যাঁহার উন্নত মস্তক আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতেছে, কাল তাহা ধূলি-পটলে মিশিয়া যাইবে, হয় ত চিহ্নমাত্র সন্ধান থাকিবে

মা! আজ যে সমৃদ্ধ নগরীর বিলাসলাবণ্যে ইন্দ্রপুরীও লজ্জা পাইতেছে, কাল হয় ত তাহারই উপর দিয়া উত্তাল তরঙ্গ মালায় গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে ভৈরব নৃত্যে মহাসমুদ্র ক্রীড়া করিবে! কালচক্রের পাষাণ-নেমি সংঘর্ষে কত রাজ্য ভস্মে পরিণত হইয়াছে কে বলিবে? দেখিতে দেখিতে দিল্লী সাম্রাজ্যেরও সেই দিন নিকটবর্ত্তী হইতে চলিল। অনঙ্গপাল পরলোক গমন করিলেন! অনঙ্গপালের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বংশও দিল্লীর সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইল!

অনঙ্গপাল বংশীয় ঊনবিংশ জন পরাক্রান্ত নরপতি একাদিক্রমে দিল্লীর শাসন-দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। বিদ্বন্ দেব অনঙ্গপাল এই রাজবংশের প্রথম পুরুষ এবং শেষ অনঙ্গপাল পর্য্যন্ত এই বংশ চারি শত বর্ষ কাল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। আজমীরাধিপতি চোহান রাজগণ চিরদিনই দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিতেন; কিন্তু বীশলদেব চোহান কিছু দিনের জন্য দিল্লী হইতে একরূপ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বীশলের পর সোমেশ্বর চোহান পুনরায় দিল্লীর অধীনে যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত হন, এবং যখন কাণ্যকুব্জাধিপতি দিল্লী-সিংহাসন আক্রমণ করেন, তখন চোহান-বীর সোমেশ্বরই সে আক্রমণ হইতে দিল্লীশ্বরকে উদ্ধার করেন। কৃতজ্ঞতা চিরদিনই গুণের পক্ষপাতী। দিল্লীশ্বর অনঙ্গপাল সোমেশ্বরকে কন্যা দান করিয়া কৃতজ্ঞতা পরিশোধ করিলেন। এই সূত্রে আজমীরের চোহান ভূপতি দিল্লীশ্বরের নিকট আত্মীয় হইলেন। বিখ্যাত আর্য্য-কলঙ্ক জয়চন্দ্রের

পিতা কাণ্যকুব্জাধিপতি বিজয়পালও অনঙ্গপালের অন্য এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বীরায় বালক কালেই আজমীরের পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এক্ষণে তাঁহার মাতামহ নিঃসন্তান হইয়া পরলোকগত হইয়াছেন; সুতরাং পৃথ্বীরায় অষ্টম বর্ষ বয়সে মাতামহ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। আজমীরের চোহান বালক আজ যুগপৎ আজমীর ও দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিলেন। কাণ্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রও অনঙ্গপালের দৌহিত্র; সুতরাং দিল্লীর সিংহাসনের অর্দ্ধাংশ তাঁহারও প্রাপ্য। কুক্ষণে জয়চন্দ্রের ন্যায়ানুমোদিত অধিকারে পৃথ্বীরায় পদক্ষেপ করিলেন, কুক্ষণে প্রধূমিত ভ্রাতৃ-বিরোধ জ্বলজ্জিহ্বা বিস্তার করিয়া রাজ্যের পর রাজ্য গ্রাস করিতে লাগিল! পৃথ্বীরায়, জয়চন্দ্র, আজ স্বকর্ম্ম-বিজিত লোকে গমন করিয়াছেন, আজমীর, দিল্লী, কাণ্যকুব্জ আজ ভস্মে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু সপ্ত শত বৎসরের ঘোর দীর্ঘ প্রায়শ্চিত্তেও সেই একটী পাপের শাস্তি হইল না! বালক পৃথ্বীরায়ের অপরাধ ছিল না; কিন্তু তিনি জয়চন্দ্র বিদ্যমানে দিল্লী-সিংহাসন নিরুদ্বেগে উপভোগ করিতে পারিলেন না। জয়চন্দ্র অমৃত-প্রবাহে গরল ধারা ঢালিয়া দিলেন; অমানুষিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইল, আজিও সে হলাহলে সোনার ভারত ছারখার হইতেছে! পৃথ্বীরায় দিল্লীর সিংহাসনে বসিতে না বসিতেই জয়চন্দ্র দিল্লীশ্বরের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু এই সময়ে মহাপুরুষ সমর সিংহ আসিয়া এই ঘটনা-

স্রোতের মধ্যে অটল গিরি-শৃঙ্গের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন, বাহুবলে পৃথ্বীর সিংহাসন রক্ষা করিতে বীর-বাহু উত্তোলন করিলেন। পার্ব্বত্য মূষিকবৎ জয়চন্দ্র সম্মুখ আক্রমণের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে অন্তরে গোপনে গোপনে সে শৈলপ্রাচীর উন্মূলিত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রতিশোধ-কামনা যখন হৃদয়কে সম্যক্ বশীভূত করিয়া ফেলে, তখন স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণও হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া বসেন। জয়চন্দ্রের পক্ষেও তাহাই হইল। যে অস্ত্রে দিল্লীর নিপাত সাধন করিতে হস্তোত্তোলন করিলেন, তাহাই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দিল্লীর সঙ্গে সঙ্গে কাণ্যকুব্জকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। কালের স্রোত ভীষণ আবর্ত্তে বিপরীত পথে ছুটিয়া চলিল! যে স্রোতে পৃথ্বীকে ভাসাইয়া দিয়া জয়চন্দ্র নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করিবার কতই না সুখময়ী কল্পনা আদরে আদরে হৃদয়ে পুষিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই স্রোতেই আবার জয়চন্দ্র, পৃথ্বীরাজ, ক্রান্যী, কাঞ্চি,—সমগ্র ভারত কোথায় ভাসিয়া গেল! ভীষণ আত্মদ্রোহের ভীষণতম প্রায়শ্চিত্তের স্মৃতি মাত্র জগতে রহিয়া গেল!!

চিতোর-বীর সমর সিংহ এই আবর্ত্তময় সময়ের এক জন প্রধান অভিনেতা। সময় না পড়িলে প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় দিগ্দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে না। অন্তঃসলিলা সরস্বতীর স্রোতের ন্যায় তাহা আদরে আদরে অতি গোপন ভাবে হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়া হৃদয়কেই সুশীতল করিয়া, আবার সেই হৃদয়-ক্ষেত্রেই মিশিয়া যায়। যাহাদের হৃদয়

মরুময়, তাহারা সে মহত্ত্বের স্রোত উপলব্ধি করিতে পারে না; কিন্তু যে সকল মহাপুরুষের হৃদয় প্রেম-রসে, উদারতার প্রবাহে চিরসিঞ্চিত, তাঁহাদের হৃদয়ের মহত্ত্ব-প্রবাহ আপন হৃদয় ভাসাইয়া জগতকেও ভাসাইয়া দেয়। এই জন্য মহাপুরুষদিগের জীবনে বিচিত্র-ঘটনাপূর্ণ সময় না আসিলে অন্যে সে মহত্ত্ব-স্রোত দেখিতে পায় না। যদি ভ্রাতৃ-বিরোধের অমিত তেজে ভারত-ভিত্তি বিকম্পিত না হইত, হয় ত সমর সিংহের মহত্ত্ব কাহিনী কেহ শুনিয়াও শুনিতে পাইতেন না। সমর সিংহ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরায়ের ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন, এই সূত্রে পৃথ্বীর সহিত চিরসৌহার্দ্দ আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল। সে বন্ধন কেবল কাগার-তটে সেই ভীষণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ক্ষণেকের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। আজ আবার বন্ধুদ্বয় অচ্ছেদ্য বন্ধনে অমর-লোকে তুল্য স্নেহে পূজা গ্রহণ করিতেছেন। সমর সিংহের জীবন-কাহিনী, পৃথ্বীরাজের কাহিনীর সঙ্গে এরূপ ঘনসন্নিকৃষ্ট যে, একের চিত্র দেখিতে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য চিত্রটীও আসিয়া নয়ন-পথে উপস্থিত হয়। সেই জন্য আমরা দুইটী চিত্রই যুগপৎ চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিব।

জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন বটে; কিন্তু পরাক্রান্ত সমর সিংহ পৃষ্ঠ-বল থাকিতে সামান্য জয়চন্দ্রের কিছুই করিবার পথ থাকিল না। পট্টনপতিগণ চোহান বংশের চিরশত্রু বলিয়া রাজস্থানের ইতিহাসে বর্ণিত আছেন। এই সময়ে সুযোগ পাইয়া পট্টনপতি জয়

চন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিয়া পুরাগত শত্রুতাচরণে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। মন্দরের পুরীহর-বংশীয়গণও জয়চন্দ্রের পক্ষে দলবদ্ধ হইতে লাগিলেন। পুরীহর-বংশীয় রাজকন্যার সহিত পৃথ্বীর বিবাহ হইবার কথা ছিল; কিন্তু পুরীহর-রাজ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কন্যা দানে অসম্মত হইলেন। অগত্যা যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যৌবনে পদার্পণ করিয়াই পৃথ্বী এই যুদ্ধ-ব্যাপারে যেরূপ বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা চারণ-গীতিতে আজিও ঝঙ্কারিত হইয়া থাকে। দুর্ব্বল বঙ্গদেশে সে বীর-গৌরব বুঝিবার পাত্র নাই, অস্ফুট বঙ্গভাষায় সে গীতি-ঝঙ্কার প্রতিধ্বনিত করিবার শব্দ-ভাণ্ডার নাই!! সমর সিংহ অসুর বিক্রমে যুদ্ধের পর যুদ্ধে পৃথ্বীরায়কে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কাণ্যকুব্জ, পট্টন, মন্দর সমবেতবলেও সে অসুর-বিক্রমের সম্মুখীন হইতে পারিল না, বর্ষাকালীন নদী-প্রবাহের সম্মুখবর্ত্তী ক্ষুদ্র শিলা-খণ্ডের ন্যায় দূরে ছুটিয়া গেল! কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সম্মুখে পরাভূত হইলেও কুচক্রীর চক্র পরাভব স্বীকার করিবার নহে। গোপনে গোপনে জয়চন্দ্র ও পট্টনরাজ দিবানিশি সৈন্য-বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই ভট্টি বংশীয়গণ আধুনিক যশল্মীর-রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু যবনরাজ কালিফের সৈন্যগণ সর্ব্বদাই ইহাঁদিগকে বিব্রত করিত। জয়চন্দ্র ও পট্টনরাজ সময় বুঝিয়া এই যবন সৈন্যগণকে স্বদলে যুদ্ধ-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। এই স্থানে জয়চন্দ্র প্রধানতঃ

ভ্রমে পতিত হইলেন। স্বহস্তে খাত খনন করিয়া জল আনিতে হস্ত প্রসারণ করিলেন; কিন্তু জলের সঙ্গে সঙ্গে যে সদ্য-প্রাণঘাতক গূঢ়-নক্র শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশ করিতেছিল, তাহা তিনি জানিতেন না।

এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার এক ঘোর বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র-কালসমরে যে জ্ঞাতি-বিরোধের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, শতাব্দির পর শতাব্দি সেই বিষ-বৃক্ষ-মূলে ভারতীয় রাজন্যগণ কেবল জলসেক করিয়া আসিয়াছেন, সময় থাকিতে উন্মূলিত করিবার চেষ্টা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। আমরা যে সময়ের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতেছি, তৎকালে এই বিষ-বৃক্ষ ফল ফুলে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল! ভারত-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের আনুষঙ্গিক উপাদানগুলি সকলই সংগৃহীত হইয়া চারি দিকে সজ্জিত হইতেছিল, কেবল অন্তিম কুঠারাঘাত বাকী ছিল; মুসলমান সেনাপতি আসিয়া তাহা সমাধা করিলেন। নগরের অধিপতির গুপ্ত ধনাগারে সপ্তকোটী সুবর্ণ-মুদ্রা সঞ্চিত ছিল, কালক্রমে সেই সম্বাদ পৃথ্বীরায়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি ধনলোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। জয়চন্দ্র যেরূপ মুসলমানসেনা-সাহায্যে স্বপক্ষ দৃঢ়তর করিতেছিলেন, পৃথ্বীরায়ও সেইরূপ স্বদলপুষ্টির জন্য নগরের গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিবার অভিসন্ধি করিলেন। বলা বাহুল্য, উভয়েই তুল্য ভ্রমে পতিত হইয়া তুল্য প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিয়াছেন!

সমরের ন্যায় উদার-হৃদয় লইয়া যদি জয়চন্দ্র জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে হয় ত ভারতের ইতিহাস অন্য রূপে পরিণত হইতে পারিত, তবে হয় ত যবন-বিপ্লবে যে সকল আর্য্য-কীর্ত্তি ভস্ম-পরিণত হইয়াছে, আজ তাহারা উন্নত-মস্তকে জগতে আর্য্য-গৌরব ঘোষণা করিত; কিন্তু যাহা হয় নাই তাহার জন্য অনুতাপ করিয়া কি হইবে! সমর বিদেশীয় শত্রুকে ভয় করিতেন। সূক্ষ্মদর্শী, রাজনীতি বিশারদ সমর সিংহ সাহাবুদ্দীনের ভারত-প্রবেশের ছলনার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। তিনি বিদেশীয় যবন-সেনা-পতির গতিরোধার্থ সিন্ধু-তীরে ধাবিত হইলেন। অগত্যা পৃথ্বীরাজ পট্টনপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কূট-নীতিপরায়ণ যবন-সেনানী শীঘ্রই সমর সিংহের পরিচয় পাইলেন। সম্মুখ-যুদ্ধের চিন্তা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল। যবনরাজ কৌশলে সমরকে পরাজয় করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। হিন্দু-গৌরব-তপন বহুদিন অস্তমিত হইয়াছে, হিন্দু-বীর বহুদিন হইতেই নির্জ্জীব কাষ্ঠপুত্তলের মত অন্তঃসার হীন হইয়া পড়িয়াছে—কিন্তু ইতিহাস খুলিয়া দেখ, কি অর্দ্ধসভ্য দুর্দ্দান্ত যবন, কি সুসভ্য পরাক্রান্ত ইউরোপীয়গণ কেহই কৌশল ব্যতীত ভারত-রাজ্যে পদক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। এ ঐতিহাসিক রহস্য আমরা বুঝিতে পারি না; কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে কি জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ নিহিত নাই? সমর সিংহ দুই চারি বার যবনদিগের দর্শন পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অসি তেজে যবন-সেনাপতি অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে পৃথ্বীরাজ গুর্জ্জরের যুদ্ধ-ব্যাপার শেষ করিয়া সসৈন্যে আসিয়া তিরৌরীর যুদ্ধক্ষেত্রে সমরের সহিত মিলিত হইলেন। বজ্রে বজ্র আসিয়া সম্মিলিত হইল;—অগ্নিশিখায় বায়ু আসিয়া ফুৎকার দিতে বসিল। দূরে বসিয়া যবন-সেনানী আত্ম-বিপদ গণিতে লাগিলেন, আর হিন্দু-সৈন্যের ভৈরব গর্জ্জনে আতঙ্কে অগ্র পশ্চাৎ ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু পার্ব্বত্য যবন ভীত হইবার নহে। ভয়ে, ক্রোধে যবন-সেনা এবার সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইতে লাগিল। এক বার, দুইবার, বহুবার তরঙ্গের পর তরঙ্গে যবন-সৈন্য আসিয়া হিন্দু-সৈন্য-প্রাকারের উপর গর্জ্জিয়া পড়িতে লাগিল। একবার, দুইবার, বহুবার অটল পর্ব্বত-প্রাকারবৎ হিন্দু-সেনানীগণ সে আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিলেন। আজ সমর-কুশল সমর সিংহ বদ্ধ-মুষ্টিতে অসি ধারণ করিয়া জন্মভূমির রক্ষার্থ প্রাণ দিতে দণ্ডায়মান, আজ যৌবন-সুলভ-বীরত্ব-গর্ব্বিত পৃথ্বীরায় বিজয়োন্মত্ত মত্ত-হস্তীর ন্যায় সমর-ভূমিতে ভৈরব নৃত্যে অসি সঞ্চালন করিতেছেন! আজ স্বদেশ, স্বধর্ম্মের জন্য "যোগীন্দ্র সমর" বীরেন্দ্র-মূর্ত্তি ধরিয়াছেন, রুদ্র-তেজে যবন-সৈন্য নিমিষে ভস্ম করিতেছেন, যুদ্ধ-কোলাহলে সিন্ধুর তটজাত বনভাগ পরিপূরিত হইতেছে,—জিত জেতার সমবেত কোলাহলে আহত যোদ্ধার অন্তিম চিৎকার মিশিয়া যাইতেছে, আর্য্য-শোণিত-স্রোতে যবন-শোণিতধারা মিশিয়া কল কল নাদে সিন্ধুর বিমল সলিলে ঢালিয়া পড়িতেছে! যবন-সেনানী আর সে যুদ্ধ-বিক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না। সমর, পৃথ্বী

সমবেত উৎসাহে, সমবেত শক্তিতে শেষবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন;—বনভাগ প্রতিশব্দিত করিয়া, শত্রু-হৃদয় আতঙ্কিত করিয়া, আর্য্য-বীর ভৈরব গর্জ্জনে শেষবার সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য যবন-সেনানী সে সিংহগর্জ্জনের প্রত্যুত্তর দিতে অবকাশ পাইলেন না। হতাবশিষ্ট যবন-সৈন্যের সহিত যবন-সেনাপতি বন্দী হইলেন। বিজয়-লক্ষ্মী স্বদেশ-বাৎসল্যের পুরস্কার লইয়া সমর সিংহের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যবন পরাজিত হইল বিজয়ী রাজপুত-সৈন্য উল্লাসে রণভেরীর বিজয়-নিনাদে দিগ্দিগন্ত কাঁপাইতে কাঁপাইতে রাজধানী প্রতিগমন করিল গরীয়সী জন্মভূমির রক্ষার্থ সাধু সংকল্পে যাঁহারা প্রাণপণে সিন্ধুতীরে যবনের গতিরোধ করিতেছিলেন, রাজপুত ললনাগণ সেই অনশ্বর-কীর্ত্তি বিজয়ী সেনাগণের কল্যাণে মঙ্গল উৎসবে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কাণ্যকুব্জে জয়চন্দ্র পট্টনদেশে ভোলাভীম মর্ম্মাহত হইয়া হতাশে বসিয়া পড়িলেন; কিন্তু ধীরে ধীরে আবার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতে লাগিল, ধীরে ধীরে আবার পরাজিত যবন-পতির বৈরনির্যাতন-কামনা প্রবলতর হইতে লাগিল বহিঃশত্রু পরাজিত, উৎসাদিত, অবমানিত হইল বটে কিন্তু দুর্ভাগ্য চিরদিনই সৌভাগ্যের অন্তরাল হইতে কটাক্ষপাত করিতে থাকে, সুযোগ পাইলেই আপন অস্তিত্ব কার বিস্তার করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করে না। দিল্লীশ্বরে সৌভাগ্য-গর্ব্বের সর্ব্বোচ্চ উচ্ছ্বাসের অন্তরালেও ধীরে ধীরে ভাবি দুর্ভাগ্য অধরে অধর চাপিয়া ভ্রূকুটীভঙ্গি করি

লাগিল। নগরের ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইল; কিন্তু মহাত্মা সমর সিংহ আবার "যোগীন্দ্র" সাজিয়াছেন, দস্যু-বৃত্তি-লব্ধ অর্থের কপর্দ্দকাংশও তিনি স্পর্শ করিলেন না। যবন পরাজিত হইয়াছে, সমর সিংহের জীবনের দায়িত্ব শোধ হইয়াছে, বীরেন্দ্র সমর আবার ধীরে ধীরে উষ্ণীষ, কবচ, দূরে ফেলিয়া যোগীন্দ্র-বেশে মহাকালের ধ্যানে নেত্র-যুগল নিমীলিত করিলেন; কিন্তু ইতিহাস আজ জলন্ত সত্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছে, "এ যুদ্ধে জয় না হইয়া পরাজয়েরই সূত্রপাত হইল! পৃথ্বীরাজ যুদ্ধান্তে সৌভাগ্য-গর্ব্ব-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া যৌবন-সুলভ আমোদ প্রমোদে মনোনিবেশ করিলেন। পশ্চিমে অবমানিত যবন পাদাহত কালসর্পের ন্যায় গর্জ্জিতে লাগিল, সুযোগ বুঝিলেই যে সে সর্প ঊর্দ্ধফণা বিস্তার করিয়া অন্তিম-দংশনে আর্য্য-সাম্রাজ্যের জীবন-বায়ু শেষ করিয়া দিবে, অতি গর্ব্বিত পৃথ্বীরাজ তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না! বহিঃশত্রু অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর গৃহশত্রু ছিদ্রান্বেষী রাজন্যগণ যে একে একে পৃথ্বীরাজের বিলাসিতায় বিরক্ত হইয়া স্ব স্ব স্বার্থ-চিন্তায় ডুবিয়া পড়িতে লাগিল, তাহা পৃথ্বীরাজ দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। যবন আবার ভারতে দার্পণ করিতে পারিবে, জয়চন্দ্র আবার কুচক্র বিস্তারে সাহস পাইবে, তাহা পৃথ্বীরাজের চিন্তা-পথের সীমান্তেও স্থান পাইত না; কিন্তু হায়! তিনি এক দিন আত্মভ্রম বুঝিয়াছিলেন, তখন আর চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন না। স্বকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সমর সিংহ, কল্যাণ সিংহ—

শত শত রণবীর বলি দিয়াও সে ভ্রমের অপরাধ হইতে মুক্তি পাইলেন না। অবশেষে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া পৃথ্বীরাজ ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন। যাঁহারাই ইতিহাসের শাসন-বাক্য বুঝিতে পারেন নাই, ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে হয় ত বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন নাই, তাঁহারাই স্বকর্ম্মের প্রতিফল পাইয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। সাধু সংকল্পে অনেকেই কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অমানুষিক প্রতিভা-বলে, অতুলনীয় অধ্যবসায় গুণে, আত্মদায়িত্ব পরিশোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন; কিন্তু ইতিহাসের শাসন-বাক্য বুঝিতে না পারিয়া নষ্ট হইয়াছেন। অতি জ্ঞানী, সদাশয়, স্বদেশ-হিতৈষী ব্রুটসও এই মহাভ্রমে পতিত হইয়া আত্মজীবন দান করিয়াছিলেন, নব্য ইতালির শ্রেষ্ঠ রত্ন রায়েঞ্জি এই ভ্রমের প্রায়শ্চিত্তে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সময়ে বুঝিলে হয় ত অসময়ে এ সকল রত্ন হারাইয়া পৃথিবী আজ হাহাকার করিত না!

পদবিদলিত যবন পরাজিত হইল বটে; কিন্তু নির্ম্মূল হইল না। পঙ্গপালের মত বর্ষের পর বর্ষ ভারতের সীমান্তে আসিয়া আক্রমণের ঘোর গর্জ্জনে ভারত-ভিত্তি কাঁপাইতে লাগিল; কিন্তু কার্য্যে কোন বিশেষ ফললাভ করিতে পারিল না। সৌভাগ্যই পৃথ্বীপতির কাল হইল। যদি এইখানেই ভারতেতিহাসের শেষ যবনিকা পতন হইত, যদি ১২৯২ সম্বৎ ভারতের শেষ দিন হইত, তবে পরবর্ত্তী হৃদয়বিদারক চিত্রগুলি আর দেখিতে হইত না; কিন্তু মনুষ্যের সকল ইচ্ছা ফলবতী হইলে পৃথিবী স্বর্গ হইত, মনুষ্য দেবতা

পদবীতে আরোহণ করিত! সৌভাগ্য-মদ-দর্পিত পৃথ্বী ক্রমেই বিলাস-স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। গৃহঃশত্রু রাজন্যগণ হিংসায় দ্বেষে পূর্ব্ব হইতেই অন্তরে অন্তরে তুষানল-দাহ ভোগ করিতেছিলেন, আজ সুযোগ পাইয়া পৃথ্বীরাজের পক্ষ ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া পড়িলেন! একতা-হার ছিঁড়িয়া গেল, যাঁহাদের সমবেত বলে পৃথ্বীরায় বার বার যবন-দল তাড়িত করিতেন, তাঁহারা আর পৃথ্বীর রণ-পতাকা বহন করিতে স্বীকার করিলেন না। ওদিকে পরাক্রান্ত যবন সময় বুঝিয়া যুদ্ধ-সজ্জা করিতে লাগিল। রাজন্যগণ বুঝিলেন না যে, পৃথ্বীর জয় পরাজয়ের সঙ্গে ভারতের জয় পরাজয় গ্রথিত হইল! একাকী পৃথ্বীরায় যবন আক্রমণের সম্বাদে চমকিত হইয়া বিলাস নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন, অন্যান্য সামন্তগণ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন পর্য্যন্তও ক্লেশকর জ্ঞান করিলেন; কিন্তু সমর সিংহ—সেই চিরসহায় চিতোর-বীর যোগীন্দ্র সমর—? দিল্লীশ্বরের দূত মুখে আনুপূর্ব্বিক শুনিতে পাইয়া রণপণ্ডিত সমর সকলই বুঝিতে পারিলেন, ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; কিন্তু ভীত হইলেন না। মানুষের যাহা সাধ্য, সমর তাহাতে কাতর নহেন। কিন্তু এবার স্বদেশ-রক্ষার্থে প্রাণ বলি দিয়াও কোন ফল লাভ হইবে কি? মুহূর্ত্ত মাত্র ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত করিয়া ধ্যাননিমগ্নবৎ সমর চিন্তা করিলেন, মুহূর্ত্ত মাত্র গভীর চিন্তারেখা সমরের উন্নত কপালে পরিলক্ষিত হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে সমর সিংহ আত্মকর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। অগণ্য ভারত-বীর

সাহায্য করিবে না—ক্ষতি নাই, সমর সিংহ জীবিত থাকিতে ভারতের পুণ্য ক্ষেত্রে যবন-পাদরেখা অঙ্কিত হইতে দিবেন না—প্রতিজ্ঞা স্থির হইল। সমর যুদ্ধকার্য্যে বদ্ধপরিকর হইলেন—চিতোরে প্রত্যাগমন করিবার আশা নাই, অগণ্য যবনের বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ করিয়া জয়লাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র, জীবনের আশা ত চিন্তায় স্থান পাইতেই পারে না; সুতরাং সূক্ষ্মদর্শী সমর এবার কনিষ্ঠ পুত্র যুবরাজ কর্ণের হস্তে চিতোরের রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু চিতোর-অধিবাসিগণ আর যোগীন্দ্র সমরকে দেখিতে পাইল না!!

যবনের আক্রমণ সম্বাদে প্রতিদিনই দিল্লীবাসিগণ উপস্থিত বিপদ ভাবিয়া আকুল হইতে লাগিলেন। কাণ্যকুব্জ পট্টন, ধর ও অন্যান্য সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ পৃথ্বীর অবশ্যম্ভাবি পতনকাল উপস্থিত দেখিয়া আহ্লাদে নাচিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধ নরপতিগণ বুঝিলেন না যে, পৃথ্বীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে হিমাচলও পতিত হইবে। নদী-সৈকতস্থিত উন্নত দেব-মন্দির সলিল-স্রোতে ভাঙ্গিয়া পড়িলে, তন্মূলনিহিত কুটীরগুলি কি অবিচলিত থাকিবে? দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, এই সামান্য সত্য বুঝিয়াও কেহ বুঝিলেন না। এ দিকে সসৈন্যে বীরেন্দ্র সমর দিল্লীর তোরণ-দ্বারে উপস্থিত। পৃথ্বীরায় সসম্মানে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতে ধাবিত হইলেন, নগরবাসিগণ পরিত্রাণে চিরসহায় সমরের আগমনে আনন্দ উৎসবে মাতিয়া উঠি-

লেন, গৃহে গৃহে মঙ্গল মধুর বাদ্যরবে উৎসব-কোলাহল বাড়িতে লাগিল, পল্লীতে পল্লীতে আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া দিল্লী যেন উল্লাসে হাসিয়া উঠিল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ একবার তীব্র জ্যোতিতে জ্বলিয়া উঠে, মৃত্যুমুখপতিত রোগী একবার অলক্ষ্যে হাসিয়া থাকে, মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে চরাচর মুহূর্ত্ত জন্য একবার স্তিমিত ভাব ধারণ করে; কিন্তু সে সকলই মুহূর্ত্তের জন্য! পরক্ষণেই ভীষণ পরিণাম আসিয়া উপস্থিত হয়। উৎসব-কোলাহল শেষ হইতে না হইতেই বীরেন্দ্র সমর সিংহ ভৈরব গর্জ্জনে সমবেত সেনাগণকে আহ্বান করিয়া জলন্ত বক্তৃতায় তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন, পৃথ্বীরাজের জঘন্য বিলাস-স্পৃহার জন্য অনুযোগ করিলেন, এবং উপস্থিত যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন তন্ন তন্ন করতঃ পরীক্ষা করিয়া লইলেন।

এ যুদ্ধে মহাবীর সমর হিন্দু-সেনাবর্গের সারথি। সেনাপতির অঙ্গুলিসঙ্কেতে আর্য্য-বীরগণ স্বদেশ-রক্ষার্থ বীরে বীরে কাগার নদীতীরে সমবেত হইতে লাগিলেন। থানেশ্বরের পুণ্যপুঞ্জময় সমরক্ষেত্রে আজ ভারত-বীর পৃথ্বীরায়, সমর সিংহ ও যুবরাজ কল্যাণ সিংহ মুহূর্ত্তের জন্য ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া, অসির উপর নির্ভর করিয়া সমস্বরে প্রতিজ্ঞা করিলেন, জীবন থাকিতে পদ হইতে পদ মাত্র বিচলিত হইব না। সে বীর-প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইল। সমুদ্রতরঙ্গ হইতেও বজ্র-গম্ভীর হুঙ্কারে যবন-তরঙ্গ আসিয়া ঢালিয়া পড়িতে লাগিল; কিন্তু হিন্দু-সেনানায়কগণ

পদ হইতেও পদমাত্র বিচলিত হইলেন না! মুসলমান সেনাপতি শতবার আর্য্য-বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, শতবার ভীষণ হইতেও ভীষণতর বেগে আক্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু জীবনে যাহার স্বদেশ-রক্ষা ব্যতীত দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই, তাহাকে পরাজয় করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। জীবিত থাকিতে সে বীর-হৃদয় বশীভূত হইবার নহে। বিরাম নাই, ছেদ নাই, শ্রান্তি নাই,—অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময়ে গভীর আক্রমণে শেষবার যবনগণ সিংহ-বিক্রমে হিন্দু-সৈন্যের উপর চাপিয়া পড়িল! মনুষ্যের যাহা সাধ্য, ইতিহাসের যাহা সাধ্য তাহা অভিনীত হইল! রণ-তরবারি হস্তস্খলিত হইল না, বজ্রমুষ্টি শিথিল হইল না, পদ হইতে পদ মাত্র হিন্দু-বীর বিচলিত হইল না; কিন্তু কাগারের সলিল-স্রোতে সমরের জীবন-স্রোত মিশিয়া গেল!! কল্যাণসিংহ ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুতবীরের হতাবশিষ্ট দেহপুঞ্জের মধ্যে কাল-কবলে অনন্ত-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন! ভারত-গৌরব-রবি শোণিতে আরক্তকায় হইয়া কাগারের রক্তিম জলে ডুবিয়া পড়িলেন!! পৃথ্বীপতি সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি রূপে যবনের বন্দী হইলেন!! পাঠক—সে হৃদয়-স্তম্ভন দৃশ্য হইতে নয়ন অপসারিত করিয়া দূরে বসিয়া ভারতের ভবিষ্যদ্ অন্ধ গণিয়া গণিয়া কাঁদিতে থাক, সে দৃশ্য দেখিয়া প্রয়োজন নাই! দেখিতে দেখিতে থানেশ্বরের পুণ্যপুঞ্জময় যুদ্ধক্ষেত্র ধূসর অঞ্চলে বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আসিয়া ভারতের মুখ ঢাকিতে বসিল, অন্ধকারের পর অন্ধকার

আসিয়া সমগ্র ভারত আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, নৈশ অন্ধকারের মধ্যে কেবল রহিয়া রহিয়া সমর, কল্যাণের চিতা-বহ্নি জ্বলিয়া জ্বলিয়া আবার সেই গভীর আঁধারে মিশিতে চলিল, বিজেতা যবনের ভৈরব গর্জ্জনে, আহতের করুণ নিনাদে, নরমাংস-লোলুপ শৃগালদলের বীভৎস চিৎকারে, মুহূর্ত্তে ভারত শ্মশানে পরিণত হইতে চলিল,—সে লোমহর্ষণ, হৃদয়বিদারক চিত্র দেখিবার প্রয়োজন নাই! মহাত্মা সমর! আজ তুমি অমর-লোকে গমন করিয়াছ; কিন্তু ঐ দেখ, তোমার সাধের জন্মভূমি আজ মরুময় শ্মশানে পরিণত হইয়াছে!!!